রূপকথা

-জয়তী রায়

রূপকথা মানে কিন্তু - অলীক কথা নয় ! *রূপকথা* মানে অবাস্তবও নয় । *রূপকথা,* বাস্তব - অবাস্তবের মাঝামাঝি একটা কিছু । একটা কোনো সত্য, একটা কোনো চেনা পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু , এই *রূপকথা* । তাই, শুনতে শুনতে খুব অবাক হলেও , খুব আশ্চর্য্য - লাগলেও, এটা কখনই মনে হয় না - 'দুঃ , ছাই, এটা কখনই হতে পারে না !'

দুঃখের কথা এই যে, রূপকথার দিনগুলি হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। আজ এই বাস্তববাদী যুগে, কম্পিউটারের যুগে , ডিস্কো-মিস্কোর যুগে, শেয়ার - ফ্ল্যাট- গাড়ী - গয়নার যুগে, রূপকথার যে কল্পনার দিকটুকু - তা মুখ লুকিয়েছে সঙ্গোপনে ।

তবুও , কখনো কখনো, আমাদের এই বিরক্তিকর একঘেঁয়ে জীবনে হঠাৎ এক মিষ্টি দমকা হাওয়া বয়ে যায়, হঠাৎ এক রাজকুমারী প্রেমে পড়ে যায় বেকার কলেজ যুবকের। হঠাৎ , বুকের কাঁপুনীতে, রোমাঞ্চকর শিরশিরানিতে আমরা এক মুহূর্তের জন্যে হলেও খুঁজে পাই *রূপকথা* কে !

রূপকথার মানে ফেলে আসা স্বপ্ন । কেউ কেউ বলেন, 'জানেন, আগে আমি নিয়মিত গান গাইতাম ।গান শুনতাম । কবিতা পড়তাম , কত মানুষ হাঁ করে বসে থাকত আমার কবিতা শুনবে বলে ! এখন আর হ . . য় . . না !' শেষের শব্দটা মিসে যায় হতাশার ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে । অর্থাৎ মানুষটির একসময়ের জীবনের সঙ্গে মিশে ছিল একটা স্বপ্ন । ইন্জিনীয়ারিং এর বিরক্তিকর পড়ার ফাঁকে কলম চালাতেন -

তোমায় দেখেছি নীরা
সুনীলের কবিতাতে
তোমায় দেখেছি নীরা
সাগরের গভীরতাতে
তোমায় দেখেছি নীরা
কল্পনার অসীমতাতে.....

আজ যখন কর্কস মরুভূমির মতন কর্মময় জগতে বিচরণ করে মানুষটি, তখন মাঝে মাঝে মনে পড়ে ফেলে আসা স্বপ্নিল দিনগুলিকে । আজ সেগুলিকে মনে হয় - *রূপকথা* !

রূপকথা মানে রহস্য । আমাদের ছেলেবেলাতে এমন *রূপকথারা* ছড়িয়ে ছিল চারিধারেই । ছিল চড়ুই ভাতির রহস্য, ছিল ভাঙা বাড়িতে ভূতের ভয় পাওয়ার রহস্য, ছিল মাঠে ঘাটে খুঁজে পাওয়া ছোট্ট ছোট্ট বেগুনী ফুল - সব কিছুতেই আমরা ড্যাবলার মতন অবাক হতাম ! তখন টি. ভি. কম্পিউটারের সহজলভ্য বোতাম টেপা খেলাধূলো ছিল না ! ঝমঝমে বৃষ্টিতে ভিজে, প্রকৃতিকে চিনে চিনে, বড় হয়েছি । জমে যাওয়া বৃষ্টির জলের মধ্যে তাকিয়ে খুঁজেছি পাতাল পুরীর রহস্যকে। দুঃখের বিষয়, আমাদের ঠাকুরমার ঝুলির লেখক হ্যারী পটারের লেখকের মতন কোটিপতি হতে পারলেননা। কিন্তু , তাঁর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শঙ্খ রাজকুমারী, তাঁর নীলকমল লালকমল - আমাদের চিরচেনা । আমাদের মাটির গন্ধ তাদের গায়ে । যখন পড়তাম ঠাকুরমার ঝুলি, ছমছমে অন্ধকার সন্ধ্যে নামত ধীরে ধীরে, তুলসীতলায় প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে অপরূপা মা কে দেখে মনে হতো - 'এই বুঝি সেই দুঃখিনী দুয়োরানী?' হ্যারী পটার কি পারে এইভাবে জীবনের সঙ্গে রূপকথাকে একাকার করে দিতে ?

রূপকথা, আমাদের হারিয়ে যাওয়া অতীত । আমরা, সকলেই কিন্তু , কখনো না কখনো সেই রূপকথা কে ছুঁতে চাই । সচেতন মনে না হোক, অবচেতন মনটি আমাদের সর্বদাই পালিয়ে যেতে চায়, এই সদা অস্থির , সদা মন খারাপ, সদা ঝগড়াঝাঁটির বিশ্রী জগত থেকে । বসতে চায়, শান্ত , রহস্যময়, কল্পনার মার্বেলে মোড়া, পদ্ম, শালুক ফুলের সৌন্দর্য্যে ভরপুর, মৌমাছি, প্রজাপতি , বুলবুলির গুণগুণানিতে চঞ্চল রূপকথার পুকুর ঘাটে ।।